



73408 - রাজস্ট ও বায়নে তালাকপ্রাপ্তা নারী কী কী বিষয় পরহির করবো?

প্রশ্ন

সম্প্রতি আমি আমার স্বামীকে তালাক দিয়েছি। তিনি মাস ব্যাপী আমাকে যে অপেক্ষা করত হবে সে সময়টাতো আমার কী কী করণীয় সেটো জানতে চাই। আমি কি ইন্টারনেটে মাধ্যমে পুরুষদের সাথে কথাও বলতে পারব না? আমার বাবা বা মায়ের বন্ধুরা এসে কি আমাকে নিয়ে যত্নে এবং পরবর্তীতে বাসায় ফিরিয়ে দিতে পারবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। বরং তালাক কেবল স্বামীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তালাককে মাসআলাসমূহ ও তালাক্বরে বধি-বধিনের ক্ষেত্রে স্বামীদেরকে সম্বোধন করছেন; স্ত্রীদেরকে নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আর যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও অতঃপর তারা ইদ্দত পূর্তির নকিটবর্তী হয়, তখন তোমরা হয় বধি অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দিবে অথবা বধিমিত মুক্ত করে দিবে।” [বাকারা: ২৩১]

তিনি আরো বলেন: “যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা মোহর নির্ধারণ না করাই তালাক দাও তবে তোমাদের কোন অপরাধ নাই।” [বাকারা: ২৩৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমনি নারীদেরকে বিয়ে করবে, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নাই যা তোমরা গুণবে।” [আহযাব: ৪৯]

আল্লাহ বলেন: “হে নবী! তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিলে তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দবে এবং (ঠিকভাবে) ইদ্দত গণনা করবে। আর তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো।” [তালাক: ১]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তালাক দ্যো কেবল তার অধিকার যে (নারীর) পায়ের নলা ধরছিল (অর্থাৎ সহবাস করছিল; উদ্দেশ্য স্বামী)।” [হাদীসটি ইবনে মাজাহ (২০৮১) বর্ণনা করেন এবং আলবানী ‘ইরওয়াউল গালীল’ বইয়ে হাদীসটিকে হাসান বলছেন (৭/১০৮)]



স্ত্রীর আগ্রহে স্বামীর সাথে যে বচ্ছদে ঘটে, যতোর বনিমিয়ে স্ত্রী অর্থ পরিশোধ করে এর নাম— ‘খুলা’। খুলার সংজ্ঞা হল: স্ত্রী তার স্বামী থেকে প্রাপ্ত মোহরানা বা স্বামীর দাবিকৃত অর্থের বনিমিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া। স্বামী এতে সম্মত হলে স্ত্রীকে বচ্ছদে করে দাবে। এটা হলো— ফাসখ (বচ্ছদে); যা তালাক নয়। ফাসখের ক্ষেত্রে নারীর ইদ্দত এক হয়।

ইতপূর্বে (14569) নং প্রশ্নের উত্তরে এর বিবরণ গিয়েছে।

দুই:

‘খুলা’ হয়ে যাওয়ার পরপরই স্ত্রী স্বামীর কাছে বগোনা নারীতে পরণিত হবে। তার সাথে একাকী অবস্থান করা বৈধ হবে না। নতুন আকদ (বৈবাহিক চুক্তি) ও মোহরানা ছাড়া তাকে ফরিয়ে আনাও যাবে না।

তার ইদ্দত তথা এক হয়। শেষে হয়ে যাওয়ার পর কথিবা সবে গর্ভবতী হলে সন্তান জন্ম দেওয়ার পর শরীয়তের শর্তাবলি তথা অভিবাকরে অনুমতি ও দুজন সাক্ষীর উপস্থিতি সাপেক্ষে যে কোনো পুরুষের সাথে সবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

পক্ষান্তরে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক দিয়ে তাহলে তার জন্ম ইদ্দত চলাকালীন বাড়ি থেকে বেরে হওয়া জায়গে নয়। স্বামীর জন্মও ইদ্দত শেষে হয়ে বগোনা হওয়ার আগ পর্যন্ত স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বেরে করে দেওয়া জায়গে নয়। এর মাঝে নহিতি গৃহ রহস্য হল হয়তো এতে করে স্বামী স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে এবং তাকে ফরিয়ে নাবে। শরীয়ত ফরিয়ে নেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বেরে করে দিও না এবং তারাও বেরে হয়ে যাবে না; যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতা লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারণিত সীমা; যে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজেরই উপর অবচার করে। তুমি জানো না; হতে পারে এরপর আল্লাহ নতুন কোন কিছু ঘটাবেন।”[তালাক: ১]

ইদ্দত চলাকালীন স্ত্রীর জন্ম স্বামীর সামনে নিজেকে উন্মোচন করা, স্বামীর জন্ম সাজগোজ করা, কথাবার্তা বলা বা একা তার কাছে থাকা জায়গে। কিন্তু স্বামীর জন্ম তাকে ফরিয়ে আনা ছাড়া তার সাথে সহবাস করা জায়গে নয় কথিবা সহবাস করলে ফরিয়ে আনার নিয়তে করত হবে।

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক, দুই তালাক কথিবা এক তালাক দিয়ে আর স্ত্রীর ইদ্দত শেষে হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী তার জন্ম বগোনা নারীতে পরণিত হবে। তখন তার সাথে একাকী হওয়া, তাকে স্পর্শ করা ও তার দিকে তাকানো বৈধ হবে না।

ইতপূর্বে (21413) ও (36548) নং প্রশ্নোত্তরে বিষয়টির বিবরণ গিয়েছে। সে প্রশ্নোত্তরদ্বয় দেখা যতে পারে।



ইতঃপূর্বে (12667 ) নং প্রশ্নের উত্তরে সব ধরনের ইদ্দতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য রাখা জরুরী: মাসকি হয় এমন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত তনি হয়যে; তনি মাস নয়। তনি মাস ইদ্দত হলো এমন কমবয়সী নারীর যার হয়যেরে বয়স হয়নি। আর এমন বৃদ্ধা নারীর যার হয়যে হওয়ার আশা নহে। য়ে প্রশ্নের উত্তর দেখতে বলা হল তাতে আরো বিবরণ রয়েছে।

তনি:

নারীর জন্ম বগোনা পুরুষের সাথে বরে হওয়া কথিবা তাদের সাথে ইন্টারনেটে কথা বলা জায়যে নয়। এ ব্যাপারে দলীলসমূহের বিবরণ এবং আলমেদের ফতোয়া (34841), (6453) ও (10221) নং প্রশ্নোত্তরসমূহের ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং নারীর জন্ম সুন্দর জামাকাপড় পরা, সুগন্ধি লাগানো, অলংকার পরা ইত্যাদি নিষিধে নয়; যমেনভাবে এগুলো স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্ম নিষিধি। তবে হারাম হলো— রাজঈ তালাকের ইদ্দত চলাকালীন তার জন্ম স্বামীর বাড়ি থেকে বরে হওয়া। অন্যদিকে পুরুষদের সাথে বাহরি বরে হওয়া ও তাদের সাথে কথা বলা সকল অবস্থায় হারাম।

আর আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।